প্রথম আলো

তারিখ 14 FEB 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

# মাধ্যমিক শিক্ষাকে সংকটে ফেলেছে মন্ত্রণালয়

মোশতাক আহমেদ ●

- পদোন্নতির 'অন্যায্য সিদ্ধান্ত', রিট
- ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২১৩টিতে প্রধান শিক্ষক নেই

দেশের ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২১৩টিতেই প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। প্রায় দুই বছর ধরে এই সমস্যা চলছে। পাশাপাশি এক হাজার ৫৩২টি সহকারী শিক্ষকের পদও ফাঁকা পড়ে আছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

যথাসময়ে পদোন্নতি ও শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে, মফস্বল এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই সমস্যা প্রকট। প্রধান শিক্ষক না থাকায় প্রশাসনিক কাজেও সমস্যা হচ্ছে। আবার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে যথাযথ সময় দিতে পারছেন না সহকারী প্রধান শিক্ষকেরা।

এ অবস্থায় পদোন্নতি দিয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করার উদ্যোগ নিয়েও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'অন্যায্য সিদ্ধান্তের কারণে' তা করা যায়নি। সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা (যাঁরা সমপদের শিক্ষক) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করলে এ পদোন্নতি আটকে যায়।

এই টানাপোড়েনে পড়ে শিক্ষকের অভাবে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক,

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

মাধ্যমিক শিক্ষাকে সংকটে ফেলেছে মন্ত্রণালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সহকারী প্রধান শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি হয়। সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সমপদের। তাঁরা এ পদে চার বছর চাকরি করলে পদোন্নতির যোগ্য হন। কিন্তু বর্তমানে যাঁরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন তাঁরা ২০১১ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। অবশ্য অনেক আগেই তাঁরা পদোন্নতির যোগ্য হয়েছিলেন, কিন্তু দেওয়া হয়নি।

এ অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণের জন্য চাকরির সময় চার বছর থেকে প্রমার্জন করে দুই বছরের ব্যবস্থা করে। মাউশির সূত্রমতে, গত বছরের ডিসেম্বরে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মন্ত্রণালয় সহকারী প্রধান শিক্ষকদের প্রমার্জন করলেও সমমানের সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। এতে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের পক্ষে আদালতে রিট আবেদন করা হয়।

২৩ রিটকারীর একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা সবাই বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদের সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার (এডিও) পদে পদায়ন করা হয়। কিন্তু মাউশি থেকে দুই পক্ষের জন্য প্রমার্জনের প্রস্তাব পাঠানো হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় শুধু সহকারী প্রধান শিক্ষকদের প্রমার্জনের ব্যবস্থা করে। এ কারণে আমরা রিট করি।'

প্রধান শিক্ষক পদে সংকট ছাড়াও সহকারী প্রধান শিক্ষকের ৪৪৬টি পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন ৩০৯ জন। বাকি ১৩৭টি পদ শূন্য। এঁদের মধ্যে আবার বেশির ভাগ সহকারী প্রধান শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করায় কার্যত সহকারী শিক্ষকের বেশির ভাগ পদ শূন্য থাকছে। ফলে পাঠদান ও প্রশাসনিক কাজে সমস্যা হচ্ছে। এদিকে এক হাজার ৫৩২টি সহকারী শিক্ষকের পদ ফাঁকা। ফলে সংকটে পড়েছে গোটা মাধ্যমিক শিক্ষা।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পদোন্নতির বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সরকারি কর্মকমিশনকে বলা হয়েছে।

নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া জয়হরি স্প্রাই সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকসহ মোট শিক্ষকের পদ আছে ২১টি। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষকসহ আটটি পদই ফাঁকা। প্রধান শিক্ষক পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে একজন দায়িত্ব পালন করছেন।

বিদ্যালয়ের সূত্রমতে, এই বিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞান, ভূগোল ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগে একটি করে পদ থাকলেও কোনো শিক্ষক নেই। ভৌত বিজ্ঞানে দুজন শিক্ষকের জায়গায় আছেন একজন। সমাজবিজ্ঞানেও একই অবস্থা। সেই একমাত্র শিক্ষকও আবার প্রশিক্ষণে আছেন। আর বাংলায় তিনজন শিক্ষকের জায়গায় আছেন মাত্র একজন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জানান, শিক্ষকের অভাবে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। এক বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে অন্য বিষয়ের ক্লাস চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে।

মাউশির মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন বলেন, 'কয়েক দিন আগে সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের ডেকে মামলা প্রত্যাহার করতে বলেছিলাম। তাঁদের প্রমার্জন দিলেও মাত্র আটজন পদোন্নতি পেতে পারেন। ফলে যাঁরা পদোন্নতি পাবেন না বলে আশঙ্কা করছেন, তাঁরা মামলা তুলতে চাইছেন না।'

আর রিটকারী কর্মকর্তারা বলছেন, সরকার উভয় পক্ষের পদোন্নতির উদ্যোগ নিলে তাঁরা রিট প্রত্যাহার করে নেবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যশোর জিলা স্কুলের একজন সহকারী শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই জেলায় চারটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে একটিতে প্রধান শিক্ষক আছেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকেরা জোড়াতালি দিয়ে সময় পার করেন। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।